রিসালা নং- ১৩

(BANGLA)

যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম

ziae durood o salam

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম

শয়তান লাখো অলসতা প্রর্দশন করুক, তবুও আপনি এই রিসালা সম্পূর্ণ পাঠ করে ঈমানকে সতেজ করুন।

৪০টি হাদীস শরীফ অপরের নিকট পৌছানোর ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট পৌছানোর জন্য ধর্মীয় বিষয়াবলীর ৪০টি হাদীস মুখস্থ করে নিবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীনের পদমর্যাদায় উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭২৬) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ৪০টি হাদীস লোকদের নিকট পৌছানো যদিও সেগুলো মুখস্থ না হয়। (আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) হাদীসে মোবারকায় বর্ণিত মর্যাদা লাভের নিয়্যতে দরূদ শরীফের ফযীলতের উপর বর্ণিত ৪০টি হাদীস শরীফ পেশ করা হল:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর ﷺ এর চল্লিশটি হাদীস শরীফ

(১) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।"

(মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) "যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং তার আমল নামায় দশটি নেকী লিখে দেন।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) "মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দরূদে পাক পড়তে থাকে, ফিরিশতারা তার উপর রহমতরাজি নাযিল করতে থাকে, এখন বান্দার মর্জি সে কম পড়ুক কিংবা বেশি।"

(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(৫) "নামাযের পর হামদ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হয়: দোয়া কর, কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে।" (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আরজ করল যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন: "হে মুহাম্মদ! আপনি কি এ কথার উপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর এক বার সালাম প্রেরণ করবে, আর আমি তার উপর দশ বার সালাম প্রেরণ তথা শান্তি বর্ষণ করব?" (নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"

(নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি একশ রহমত নাযিল করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যে আমার উপর একশবার দরূদে পাক প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিপিবদ্ধ করে দেন, **এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুণ থেকে মুক্ত**। আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর সারা দিনে পঞ্চাশ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব (অর্থাৎ- হাত মিলাব)।"

(আল কুরবাতু ইলা রব্বিল আলামীন, লি ইবনে বশিকওয়াল, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) "যে ব্যক্তি আমার উপর সারা দিনে এক হাজার বার দরূদে পাক পাঠ করে, সে যতক্ষণ না নিজের স্থান জান্নাতের মধ্যে দেখে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।"

(আত্তারগীব ফি ফাযায়িলিল আমাল লি ইবনে শাহিন, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে প্রতিটি দিন ও রাতে তিন তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ওই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(১২) "তোমরা যেখানেই থাক, আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছে থাকে।"

(মু'জামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) "নিশ্চয় তোমাদের নাম পরিচয় সহ আমার কাছে পেশ করা হয়, এজন্য আমার উপর সুন্দর (অর্থাৎ- সর্বোত্তম শব্দাবলীর মাধ্যমে) দরূদ পাক পাঠ কর।

(মুসান্নিফ আবদুল রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) নিশ্চয় জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন: "যে (ব্যক্তি) **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর রহমত নাযিল করেন। আর যে **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর নিরাপত্তা নাযিল করেন।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরজ করল যে, আমি (সমস্ত ভির্দ, ওয়াজিফা ছেড়ে দেব আর) নিজের পরিপূর্ণ সময় দরূদ শরীফ পাঠ করাতে ব্যয় করব। তখন ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তা তোমার পেরেশানী সমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) "আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) "**আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী যখন দু'জন বন্ধু পরস্পর সাক্ষাত করে। ও মুসাফাহা করে (অর্থা- হাত মিলায়) আর **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পাঠ করে, তবে তারা উভয়ে পরস্পর পৃথক হবার পূর্বে আগের ও পরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) "যে এটা বলে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [১] তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (মুজাম কবীর, ৫ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) "যে (ব্যক্তি) কিতাবে আমার উপর দরূদ পাক লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ইস্তিগফার (অর্থাৎ- ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকবে।"

(মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] হে **আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত নাযিল কর এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন তোমার দরবারে নৈকট্যতম স্থান প্রদান কর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

(২২) "আমার প্রতি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (ইবনে আসাকির, ৬১তম খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদে পাক পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য এক 'ক্বীরাত' পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ক্বীরাত হচ্ছে: উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ।"

(মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** আমার কবরে এক ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাক পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।"

(মুসনাদে বাজারিজ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪২৫)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! দরূদ শরীফ পাঠকারী কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান যে, তার নাম পিতার নাম সহ **হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে পেশ করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

এখানে এই বিষয়টি খুবই ঈমান তাজাকারী যে, নূরানী কবরে নিযুক্ত ফিরিশতাকে এমন অধিক শ্রবণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে যে, সে দুনিয়ার কোণায় কোণায় একই সময়ে দরূদ শরীফ পাঠকারী লাখো মুসলমানদের খুব ছোট আওয়াজও শুনে থাকে। যখন দরবারের খাদেমের শুনার ক্ষমতার এই শান, তবে **ছরকারে মদীনা, মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার শান কেমন হবে! **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনইবা আপন গোলামদেরকে চিনবেন না, আর কেনইবা তাদের আহবান শুনে **আল্লাহ্**র হুকুমে তাদেরকে সাহায্য করবেন না।

অওর কুয়ী গাইব কিয়া তুমছে নিহা হো ভালা,
জব না খোদা হি ছুপা তুম পে করোড়ো দরূদ।
ম্যায় কুরবা ইছ আদায়ে দস্তগীরী পর মেরে আক্বা,
মদদ কো আগেয়ে জব ভি পুকারা ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৫) "যে (ব্যক্তি) একথা পছন্দ করে যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে পেশ হবার সময় **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তবে তার উচিত আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

(ফিরদৌসুল আখবার, বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(২৬) "ফরয হজ্ব আদায় করো, নিশ্চয় এটির সাওয়াব বিশটি যুদ্ধে (গাযওয়া) অংশগ্রহণ করার চেয়েও বেশি, আর আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করা, এটার সমপরিমাণ সাওয়াব।" (প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি (ঐ দিন) **আল্লাহ্ তাআলার** আরশের ছায়ায় থাকবে। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা হবে? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী।" (আল বাদূরুস সাফিরাতু লিস্ সূয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৮) "যে ব্যক্তি এটা বলে: جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ [২] ৭০ জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য নেকী লিখতে থাকে।" (মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[২] অর্থৎ- **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের পক্ষ থেকে **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন প্রতিদান প্রদান করুন, যেটার তিনি উপযুক্ত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(২৯) "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।"

(আল কামিলু লিইবনে আছি, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩০) "যখন তোমরা রাসুলগণদের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর দরূদ পাক পড়ো, তখন আমার উপরও দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমি সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের রাসুল।"

(জমউল জাওয়ামি লিস্ সূয়ুতী, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩১) "যে (ব্যক্তি) কুরআন পড়লো এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলো, অতঃপর আমার উপর দরূদে পাক পড়লো, তারপর নিজ প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করল, তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়াগা থেকে তালাশ করে নিলো।"

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩২) "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, কেননা তোমাদের দরূদে পাক পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

(ফিরদৌসুল আখবার, ১ম খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৪৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(৩৩) "জুমা রাত এবং জুমার দিন আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদে পাক আমার নিকট পেশ করা হয়।" (মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৪) "জুমার দিন ও জুমার রাতে (অর্থাৎ- বৃহস্পতিবার ও জুমার মধ্যবর্তী রাতে) আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করো। কেননা যে এমনটি করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৫) "যখন বৃহস্পতিবার আসে **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন। তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে- কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৬) "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলছিরাতের উপর তোমাদের জন্য নূর হবে। যে (ব্যক্তি) জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৭) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার দিন দরূদ শরীফ পড়বে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করব।"

(জমউল জাওয়ামি লিস্ সূয়ুতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হদীস- ২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৮) "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, যখন সে কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তারসাথে এমন একটি নূর থাকবে যে, যদি তা সমস্ত সৃষ্টিকে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৯) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার রাত ও জুমার দিনে একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪০) "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (জমউল জাওয়ামি লিস্ সূয়ুতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

দরূদ না পড়ার ক্ষতি সমূহের উপর হুযুর পুরনূর ﷺ এর ৮টি বাণী

(১) "যে লোক নিজেদের মজলিশ থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির এবং হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত উঠে যায়, তবে সে দুর্গন্ধময় লাশ থেকে উঠল।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) "যার কাছে আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, তবে সে জান্নাতের রাস্তা ভূলে গেল।" (মুজাম কবীর, ৩য় খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, যার কাছে আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ পাক পড়ল না।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, তবে সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

(৫) "যে সব লোক কোন মজলিশে বসল, **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়ানো হয় না, ঐ সব লোক কিয়ামতের দিন যখন তাদের পরিণাম দেখবে তবে তাদের উপর চরম অনুশোচনা সৃষ্টি হবে। যদিও তারা জান্নাতে প্রবেশ করে।" (প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৯৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) "যে (ব্যক্তির) নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, তবে সে জুলুম করল।"
(মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) "যে (ব্যক্তির) নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, সে নিশ্চিত দূর্ভাগা হয়ে গেল।" (আমলুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাতি ইবনিস সুন্নী, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) "যে সব লোক কোন মজলিশে বসে, আর তাতে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করল না এবং **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফও পাঠ করল না, কিয়ামতের দিন তার ঐ মজলিশ তাদের আফসোসের কারণ হবে (**আল্লাহ্ তাআলা**) চাইলে তবে তাদেরকে আযাব দিবে, নতুবা ক্ষমা করে দিবে।"
(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ৩টি বাণী

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহ সমূহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয় যে, পানিও আগুণকে তত দ্রুত নিভাতে পারে না, আর **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করা গর্দান সমূহ (অর্থাৎ- গোলামদেরকে) আযাদ করার চেয়েও উত্তম।"

(তারিখে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূকে **আল্লাহ্‌র নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো।" (তারিখে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "নিশ্চয় দোয়া জমীন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে এবং তা থেকে কোন বস্তু উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পড়ে না নাও।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: "**হুযুর হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আওলাদে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পাঠ করার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া পর্দার (আড়ালে) থাকে।" (মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আ'স رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: "যে (ব্যক্তি) **নবী পাক, সাহিবে লাওলাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এক বার দরূদে পাক পাঠ করবে, তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তার ফিরিশতারা ৭০ বার রহমত প্রেরণ করবেন।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৬১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৭৬৬)

কা'বে কে বদরুদ দোজা তুম পে করোড়ো দরূদ,
তৈইবা কে শামসু দ্দোহা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মসজিদ থেকে খড়কুটা নিয়ে বাহিরে ফেলে দিলেন

হযরত মুহাম্মদ বিন মনছুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক বার আমরা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মজলিশে হাজির ছিলাম এক ব্যক্তি নিজের দাড়ি থেকে খড়কুটা বের করল এবং মসজিদের ফ্লোরে ফেলল, আমি দেখলাম যে, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কখনো এই খড়কুটার দিকে দেখতেন আর কখনো লোকদের দিকে। যখন লোকদের মনোযোগ এটা থেকে সরে গেল তখন তিনি হাত বাড়িয়ে ঐ খড়কুটা উঠালেন এবং নিজের আস্তিনে রাখলেন অতঃপর যখন মসজিদ থেকে বাহিরে বের হলেন তখন এটি ফেলে দিলেন।

(তারিখে বাগদাদ, ২য় খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislamo.net Web: www.dawateislami.net